গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক।

তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

আলমডাঙ্গায় নির্মাণ কাজ বন্ধের দাবিতে বৃদ্ধার সংবাদ সম্মেলন

আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ও আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাজ বন্ধের দাবীতে আলমডাঙ্গায় সাস্তরী খাতুন নামের এক বৃদ্ধা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল সোমবার তিনি সাংবাদিকদের কাছে উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি উল্লেখ করেন, আলমডাঙ্গার ৭১ নং কামালপুর মৌজায় সিএস ২০৯ ও আরএস ৪১ খতিয়ানের হাল ৭৬৩ দাগে তিনি ওয়ারেস সূত্র ৩৭ শতক জমি প্রাপ্ত হন। সাবেক ৬৭৫ দাগে ৭২ শতক জমির স্থলে আরএস ৭৬১ দাগ হওয়ায় সত্ত্বেও উক্ত ৭৬১ দাগটি রেকর্ডভুক্ত না হয়ে ভুলক্রমে ৭৮৬ দাগে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়। ভুল রেকর্ডের মাধ্যমে আহম্মদ আলী গং উক্ত জমি খারিজ করে নেন। যে কারণে তিনি আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি এখনও চলমান রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও উল্লেখ করেন, উক্ত জমি আহম্মদ আলী গং বিক্রির জন্য আব্দুল হাই-এর নিকট বায়নামা করেন। বায়নাকারী আব্দুল হাই মামলা চলমান জমি বায়না করেই নির্মাণ কাজ শুরু করলে তিনি আদালতের শরনাপন্ন হন। আদালত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে উভয়পক্ষকে নালিশী জমিতে না যাওয়া ও কোনো কার্যক্রম না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আব্দুল হাই উল্লেখিত জমিতে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন। ভুক্তভোগী বৃদ্ধা সাস্তরী খাতুন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ও আদালতের আদেশ পালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবি জানান।

ঝিনাইদহে সাবা হত্যার বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহ শহরতলীর পবহাটি এলাকায় শিশু সাইমা আক্তার সাবা হত্যার বিচারের দাবিতে লাশ নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের পবহাটি ঈদগাহ এলাকায় অবরোধ করেন নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী।

দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত তারা সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন করেন। পরে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরা ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের বিচারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তারা।

এদিকে, সড়ক অবরোধের কারণে দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি পড়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সড়কে চলাচলকারীরা।

গতকাল বুধবার সকালে ঝিনাইদহ শহরতলীর পবহাটি এলাকার ভ্যানচালক সাইদুল ইসলামের চার বছরের কন্যা সাইমা আক্তার সাবা নিখোঁজ হয়। পরে রাত ৯টার দিকে প্রতিবেশী সান্তনা খাতুনের ঘর থেকে শিশুটির

গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগরে শিক্ষকদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে স্মারকলিপি প্রদান

১০ম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আপাতত ১১তম গ্রেড প্রদান, উচ্চতর গ্রেড সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা প্রদানসহ তিন দফা দাবিতে সারাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে “কমপ্লিট শাটডাউন” বা “তালাবদ্ধ কর্মসূচি” চলছে।

তারই অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বরাবর প্রদান করেন।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ সাময়িক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি

১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখা। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ৪ ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করেন আন্দোলনকারীরা।

সেসময় ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টে কর্মরত ও অধ্যয়ণরত শিক্ষার্থীরা কর্মবিরতিতে অংশ নেন। সেসময় ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি রেজাউল আলম, সহ-সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, প্রবীর কুমার কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা বেতন বৈষম্যের শিকার। অন্য ডিপ্লোমাধারীরা ১০ম গ্রেড পেলেও তাদের দাবী মানা হচ্ছে না। তাই দ্রুত তাদের দাবী মেনে নেওয়ার আহবান জানান তারা। আজকের মধ্যে তাদের দাবী মানা না হলে আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করবেন বলে হুশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে কর্মবিরতির কারণে ভোগান্তিতে পড়ে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীরা। সকাল থেকেই ফার্মেসী ও প্যাথলজির সামনে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে তাদের।

মেহেরপুরে সার বিক্রি নীতিমালা সংশোধনের দাবিতে খুচরা সার ডিলারদের মানববন্ধন

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল রাখা, টিও লাইসেন্স চালু রাখা এবং সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা।

রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি শেষে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। সভাপতিত্বের বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা কি কখনো বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা কি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশে কিছু যদি সচল না থাকে কোন কিছুই সচ্ছল থাকবে না। আপনার এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এত বড় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কোন সরকার নিয়েছে বলে আমার জানা নাই। কারণ এই লাইসেন্স নিয়ে যারা ব্যবসা করেছে মেহেরপুরবাসী জানে এই খুচরা ডিলার, কার্ড ধারী ডিলার এটা কত বড় লাঞ্ছিত এই বিসিআইসি ডিলারদের কাছ থেকে । দুর্নীতি যদি করে থাকে সিন্ডিকেট যদি করে থাকে তারা করেছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ অবিলম্বে সংশোধন করুন। এই নীতিমালা বহাল থাকলে সারা দেশের ৪৫ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা পরিবার এবং তাদের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার কর্মচারীর পরিবারের সন্তানেরা পথে বসবে। যারা সিন্ডিকেট করেছে, কেবল তাদেরই শাস্তি দিন। নীতিমালা সংশোধন না হলে কৃষক ও আমাদের পরিবারকে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক হুসাইন এরশাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল করিম, গাংনী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মাসুদ রানা, ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি বিপ্লব হোসেন, কলিমুদ্দিনসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত শত শত খুচরা সার বিক্রেতা ও নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি পুনরায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক, সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপুসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন

পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

দর্শনা কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু-পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু- পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ১২। এতে আহত হয় শ্রমিক আব্দুল মোতালেব (৫০), রবিউল ইসলাম (৪৮), সালাউদ্দীন (৩৫), উজ্জল(৪০), সাইফুল ইসলাম মকুল(৫০)।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট (৫৫), হিরোক (৪৮), রাসেল উদ্দীন টগর (৫০) সহ কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্সের নেতৃত্বে পূর্বের কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে নির্বাচন বন্ধের বিষয়ে কেরুর সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানকে দায়ী করে স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান সাবেক সভাপতি সবুজকে রাব্বিক হাসান তার অফিস কক্ষে ডাকেন। এ সময় সবুজ তার পরিষদের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলে তৈয়ব আলী ও মনিরুল ইসলাম পিন্সের সমাবেশ থেকে বেশ কিছু বহিরাগত উশৃংখল যুবক এমডির অফিস কক্ষে জোর পূর্বক ঢুকে পড়ে।

এ সময় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক মোতালেবের সাথে বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এরপর শুরু হয় সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও তৈয়ব ও পিন্স

সংগঠনের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহীনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক পর্যায়ে সবুজ তার পরিষদের লোকজন নিয়ে অফিসে চলে যায়।

এরপরপরই তৈয়ব আলী ও পিন্স সংগঠনের শ্রমিকদের নিয়ে কেরুজ জেনারেল অফিসের সামনে বসে পড়ে অবস্থান নেয়। এবং নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। এমডির কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দেও।নির্বাচন না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

গত সোমবার রাত থেকেই কেরু ক্যাম্পাসজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া এবং নেতৃত্ব সংকটের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।

বর্তমানে কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় রক্তক্ষয়ীর সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এ ঘটনায় দর্শনা কেরুজ ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি সব কিছু সদর দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি। তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি আন্দোলনকৃত শ্রমিকদের জানাবো। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদ বলেন, আমরা সব সময় আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যা যা দরকার আমরা তাই করবো।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানলে আবার সকাল ১০ টা থেকে লাগাতার কর্মসূচী দেওয়া হবে।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশের ঐতিহ্যবাহী চিনিকল দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি’র প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ থাকা শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবরোধ এবং অবস্থান ধর্মঘট চলছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭ টা থেকে চলমান এসকল কর্মসূচির মধ্যে বেলা ১০ টা থেকে মিলের জেনারেল অফিসের সামনে কয়েক’শ শ্রমিক অবস্থান নিয়ে চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রায় ৭ ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদকে সাথে নিয়ে তিনি নিচে আসেন। পরে এমডি রাব্বিক হাসান বলেন, আমি আপনাদের নির্বাচন যাতে হয় সে ব্যাপারে কথা বলছি। যত দ্রুত সম্ভব আমি সবার সাথে কথা বলে নির্বাচন দেওয়ার চেষ্টা করবো।

এসময় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কেরু চিনিকলের শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স সহ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা।

একপর্যায়ে আন্দোলন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিবাদমান শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। উপস্থিত পুলিশ ও সেনাসদস্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

উল্লেখ্য একজন শ্রমিক নেতাকে অন্য চিনিকলে বদলীকে কেন্দ্র করে চিনিকলের পরিবেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। যার ফলে গতবছরের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ১১ মার্চ কেরু কর্তৃপক্ষ এক নির্বাহী আদেশে বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর নির্বাচনের দাবিতে হাইকোর্টের রিট করেন শ্রমিক পক্ষ। পরে নির্বাচনের পক্ষে হাইকোর্টের আদেশ এবং শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কয়েকবার কেরুতে এসে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মতামত দিয়ে যান। এর পরেও প্রায় একবছর ধরে নির্বাচন না হওয়ায় এখানকার শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এর ফলশ্রুতিতে গত কয়েকদিন ধরে তারা লাগাতার আন্দোলন-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আসছেন।

শ্রমিকরা বেলা ১০ টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত কেরু জেনারেল অফিসের সামনে অবস্থান নেয়। দাবী না মানা পর্যন্ত ব্যাবস্থাপককে অবরুদ্ধ করে রাখে শ্রমিকরা। এ অবরুদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে কেরু এ্যান্ড কোম্পনীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি নির্বাচনের বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পনীর সদর দপ্তরকে আবহতি করেছি, তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি সে সিদ্ধান্ত দিব।

এ বিষয়ে সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আমাদের

দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা আমাদের কর্মসূচী চালিয়ে যাবো।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দীর্ঘ সড়ক জুড়ে মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তন করে ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আলমপুর ব্রিজ হতে খলিশাকুন্ডি ব্রিজ পর্যন্ত মানববন্ধনে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বিএনপি নেতা ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।